খসড়া জাতীয় যুবনীতি ২০১৬

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সকল প্রয়াস যুবসমাজের সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচারবিরোধী গণজাগরণসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্রান্তিকালে যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছে।এই যুবশক্তির প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফুরণ ব্যতীত তাদের ব্যক্তিক ও আমাদের জাতীয় জীবনের সামূহিক অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হিসেবে বর্ণিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' নিশ্চিত করা, সংবিধানের প্রস্তাবনামতে আমাদের জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করা এবং সংবিধানের ১৪,১৭, ১৯, ২০, ২১ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন জরুরি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ড।আমাদের দেশে বয়স্ক মানুষের চেয়ে কম বয়সীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মক্ষম তথা উৎপাদনশীল লোক অধিক।যুববয়সের নারী-পুরুষের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাথে ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল অর্জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত এসডিজি (Sustainable Development Goals) অর্জনে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।যুবদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন অনুরূপ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তির উপরও নির্ভরশীল।এজন্যে সর্বোপরি আবশ্যক সুউচ্চ মানবিক ও নৈতিক চেতনায় দীপ্ত এবং উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ এক যুবসম্প্রদায়। দেশের যুব নারী-পুরুষদের সেভাবে গড়ে তোলা হলে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের পথ হবে সুগম। ফলে তারা বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশে উন্নীত করার ব্রতে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সাথে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

উক্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে যুবদের মধ্যে উন্নত মনন, মানবিকতা ও চিত্তের লালন এবং একবিংশ শতাব্দি- উপযোগী দক্ষতা সৃষ্টি করে তাদেরকে দেশ-সমাজ-পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আধুনিক প্রজন্ম রূপে বিকশিত করার চেতনা নিয়ে খসড়া জাতীয় যুব নীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

খসড়া জাতীয় যুবনীতি ২০১৬

১. ভিশন: বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরববৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

২. মিশন: জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৩. মূল্যবোধ

ক।বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারণ।

খ।জাতীয় সংস্কৃতির লালন।

গ। সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ।

ঘ। লিঙ্গভেদে সকল মানুষের সমতাবিধান।

ঙ। অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ এবং নেতৃত্বের বিকাশসাধন।

চ। আত্মবিকাশ ও দেশোন্নয়নে গভীর নিষ্ঠা।

ছ। ন্যায় ও সততার প্রতি অঙ্গীকারবোধ, সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব।

জ।মানবাধিকার ও মানবিক বিষয়াবলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

৪. উদ্দেশ্য

ক. যুবদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

খ. যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ. যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা।

ঘ. যুবদের জন্যে উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ. যুবদের জন্যে যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা।

চ. যুবদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ উৎসাহিত করা।

ছ. ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদেরকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা।

জ. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত

করা।

ঝ. পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা।

ঞ. সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যেকোন প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল করে তোলা।

ট. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা।

ঠ. জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

ড. যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বৈশ্বিকচেতনা জাগ্রত করা।

৫. ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য হবে।

৬. নিম্নোক্ত শ্রেণির যুবদের কল্যাণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক।বেকার যুব
খ।যুব নারী
গ।যুব উদ্যোক্তা
ঘ।অভিবাসী যুব
ঙ।গ্রামীণ যুব
চ।শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুব
ছ।নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত যুব
জ।অদক্ষ যুব
ঝ।ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুব
ঞ।বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব
ট। অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব
ঠ।গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুব
ড।হিজড়া যুব
ঢ।প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যুব
ণ।মানবপাচার ও নির্যাতনের শিকার যুব সম্প্রদায়।

৭।যুব উন্নয়নে অগ্রাধিকারসমূহ

ক্ষমতায়ন	* শিক্ষা * প্রশিক্ষণ * কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগ * তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন
স্বাস্থ্য ও বিনোদন	* স্বাস্থ্য * ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদন
সুশাসন	* সুশাসন * নাগরিকদের অংশগ্রহণ * সামাজিক সংযুক্তি * সামাজিক নিরাপত্তা
টেকসই উন্নয়ন	* টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা * পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা * পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন * নিরাপদ খাদ্য ও পণ্য বিপণন
সুষম উন্নয়ন	* বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য চিহ্নিত যুবদের উন্নয়ন
সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ	* সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধ * সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি * মাদকাসক্তি রোধ ও নিরাময় * পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ * দেশপ্রেম ও নৈতিকতা * সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব * আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতনতা * যুবসংগঠন ও যুবকর্ম

বিশ্বায়ন	* যুববিনিময় * বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সংযুক্তি * তথ্য ও প্রচারণা
জরিপ ও গবেষণা	* যুবশুমারি * যুব চাহিদা নিরূপণ * যুববিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা * যুব আর্কাইভ

৮।ক্ষমতায়ন

৮.১ শিক্ষা

৮.১.১ দক্ষতা ও উন্নত মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করা।

৮.১.২ বৈষয়িক অর্জন অপেক্ষা মানবিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের প্রতি যুবদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় ও কার্যক্রম শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.১.৩ শিক্ষার সর্বস্তরে অভিন্ন শিক্ষা প্রবর্তন করা

৮.১.৪ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের উপযোগী পাঠক্রম চালু করা।

৮.১.৫ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

৮.১.৬ শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৮.১.৭ যুবদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও হৃষ্টতা নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকে আবশ্যকীয় শিক্ষার অংশরূপে গুরুত্ব দেওয়া।

৮.১.৮ তথ্যপ্রযুক্তিকে আবশ্যকীয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.১.৯ মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা।

৮.১.১০ কোচিং সংস্কৃতি রোধকল্পে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পাঠ আদায় এবং শ্রেণি অনুশীলন ব্যবস্থা অধিক জোরদার ও মনিটরিং করা।

৮.১.১১ শিক্ষার্থীদেরকে একাধিক ভাষায় পারদর্শী করে তোলা।

৮.১.১২ একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের লক্ষ্যে তরুণ ও যুবদেরকে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৮.১.১৩ যুবদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান করা।

৮.১.১৪ নারী ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও সামগ্রিকভাবে সংবেদনশীল মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের স্নেহপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

৮.১.১৫ লাইফ স্কিলস তথা জীবনদক্ষতা পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.১.১৬ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।

৮.১.১৭ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা করা।

৮.১.১৮ সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, অভাবগ্রস্ত ও অন্যান্য প্রতিকূলতার শিকার যুবদের জন্যে বিশেষ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.১. ১৯ স্বল্পশিক্ষিত কর্মজীবী যুবদের জন্যে বিশেষায়িত শিক্ষা চালু করা।

৮.১.২০ সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আয়তনের খেলার মাঠ, মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার নিশ্চিত করা।

৮.১.২১ সারা দেশে এবং সকল পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অর্জনে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৮.১.২২ প্রতিবন্ধী -বান্ধব ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.১. ২৩ জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৮.১.২৪ এটাচমেন্ট (সংযুক্তি) প্রবর্তন করা:

ক. দেশ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে শিক্ষার তৃতীয় স্তর পর্যন্ত যে কোনো এক বা একাধিক পর্যায়ে সকল যুব নারী-পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী কোনো জনকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান বা কাজে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিয়োজিত থাকার বিষয়টি পাঠক্রমভুক্ত করা।

৮.২ প্রশিক্ষণ

৮.২.১ আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮.২.২ প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে শুদ্ধাচার, মানবিক মূল্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টিমূলক বিষয় ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.২.৩ প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে জীবনদক্ষতামূলক বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

৮.২.৪ কর্মসংস্থানবান্ধব ও দক্ষতাসৃজনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৫ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ট্রেডভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৬ ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শ্রেণিভুক্ত যুবদেরকে কর্ম ও আত্মকর্মবান্ধব প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা।

৮.২.৭ প্রশিক্ষণ ও কর্মজগতে দক্ষ কর্মীর চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.৮ আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধা দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করা।

৮.২.৯ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযুক্ত দক্ষ কর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২.১০ গ্রামীণ যুবদের কর্মবাজার-বান্ধব প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.২.১১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি।

৮.২.১২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব-বান্ধব প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.২.১৩ জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

৮.৩ কর্মসংস্থান ও স্বউদ্যোগ

৮.৩.১ যুব কর্মসংস্থানের জন্যে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করা ।

৮.৩.২ ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিতদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্যে নিয়োগকারীদের সাথে সংযোগ (Linkage) স্থাপন করা।

৮.৩.৩ প্রশিক্ষিতদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ (Apprentice) হিসেবে নিযুক্ত রেখে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

৮.৩. ৪ যুবদের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও সম্মানজনক পরিবেশ, ন্যায্য মজুরি/বেতন সংবলিত শোভন এবং নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮.৩.৫ কর্মসংস্থান এবং উদ্যোগ বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বিবেচনায় কোনোরূপ বৈষম্য না করা।

৮.৩.৬ উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী যুবদেরকে উদ্যোগ (Entrepreneurship) বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.৩.৭ যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের প্রতি ব্যাংকিংসহ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সুবিধা দান করা।

৮.৩.৮ অবৈধ পথে বিদেশ গমনের ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং তা থেকে যুবদের নিবৃত্ত করা।

৮.৩. ৯ মানবপাচারের করুণ পরিণতি সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং তা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.১০ বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৮.৩.১১ কর্মসংস্থানের জন্যে বিদেশ গমনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যে প্রযোজ্য আচার-আচরণ এবং সে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে যুবদের ধারনা প্রদান করা।

৮.৩.১২ যুব উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

৮.৩.১৩ যুব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১৪ সব যুবনারী ও পুরুষকে ব্যাংক এবং বীমার আওতাভুক্ত করা।

৮.৩.১৫ যুব উদ্যোক্তাদেরকে বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করার জন্যে বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১৬ যুব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.১৭ উদ্যোক্তা হওয়ার জন্যে যুবদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা সহকারে উদ্বুদ্ধ করা।

৮.৩.১৮ স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করার প্রতি যুবদেরকে উৎসাহিত করা।

৮.৩.১৯ যুব উদ্যোক্তাদের জন্যে ওয়ানস্টপ/ওয়ানপয়েন্ট সার্ভিস চালু করা।

৮.৩.২০ ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেসব যুব নারী-পুরুষের অগ্রাধিকার প্রাপ্য, তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করা।

৮.৩.২১ যুবদের উদ্যম ও কর্মকুশলতার সাহায্যে তাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং গ্রামের খাস কৃষি জমি, পুকুর, জলমহাল ইত্যাদি যুবদের মাঝে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৮.৩.২২ সবার জন্যে বিশেষ করে যুবনারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

৮.৩.২৩ যুবনারীদের মাঝে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সরকার কর্তৃক প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৩.২৪ সমুদ্রসম্পদভিত্তিক অর্থনীতির (Blue Economy) অপার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এতৎসংক্রান্ত কর্মসংস্থান ও উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে যুবদের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা।

৮.৩.২৫ সুস্থ কর্মপরিবেশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে পর্যাপ্ত শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র (Child-Care Centre) প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৪ তথ্য প্রযুক্তি

৮.৪.১ যুবদেরকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান উৎসাহী করে তোলার জন্য দেশের সর্বস্তরের যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বিস্তৃত করা।

৮.৪.২ যুবদেরকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সার্বজনীনভাবে দক্ষ করে তোলা।

৮.৪.৩ তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের জন্যে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা দান।

৮.৪.৪ তথ্য প্রযুক্তি আইন সম্পর্কে যুবদের অবহিত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অপরাধ বিষয়ে যুবদের সচেতন করা।

৮.৪.৫ তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মোদ্যোগকে (start-up) স্বল্পসুদে ঋণপ্রদানসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
৮.৪.৬ স্থানীয় পর্যায়ে Youth Digital Resource Centre প্রতিষ্ঠা করা।

৯। স্বাস্থ্য ও বিনোদন

৯.১ স্বাস্থ্য

৯.১.১ যুবদের জন্যে সরকারি খাতে সুলভ ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৯.১.২ অনগ্রসর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

৯.১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও নির্যাতনের শিকার যুবদের স্থায়ী পুনর্বাসনসহ পরিপূর্ণ চিকিৎসায় সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

৯.১.৪ যুবদের হতাশা, বিষণ্ণতা ও অন্যান্য মানসিক / মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনের জন্যে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং সেবা বিস্তৃত করা।

৯.১.৫ স্বাস্থ্যগত আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবদের ত্বরিৎ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্যে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড সংবলিত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৯.১.৬ ঝুঁকিপূর্ণ ও যুব বয়সসীমার অন্তর্গত প্রসূতি ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯.১.৭ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও ফাস্ট/জাঙ্ক (Junk) ফুডের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৯.১.৮ উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন বিভিন্ন রোগ এবং সেসব থেকে সুরক্ষার উপায় সম্পর্কে যুবসমাজকে অবহিত করা।

৯.১.৯ এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌনবাহিত জীবাণু ও রোগ - এর প্রতিরোধ সম্পর্কে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯.১.১০ মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা।

৯.১.১১ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের আর্থসামাজিক কুফল সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা।

৯.১.১২ প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা ।

৯.২ ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বিনোদন

৯.২.১ যুবদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রীড়াকে মূল শিক্ষাক্রমের একটা নিয়মিত অংশ হিসেবে প্রবর্তন করা।

৯.২.২ উন্নয়ন এবং সামাজিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্প্রীতির সহায়ক হিসেবে ক্রীড়ার গুরুত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯.২.৩ ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণের উন্নতির লক্ষ্যে ক্রীড়ার জন্য ক্রীড়ার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কোচিং সুবিধা বাড়ানো।

৯.২.৪ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক/শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগ করা।

৯.২.৫ ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৯.২.৬ যুব ক্রীড়াবিদদের উন্নতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং উচ্চ মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯.২.৭ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমভাবে নারী-পুরুষকে গুরুত্ব দেয়া।

৯.২.৮ হিজড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে ক্রীড়ার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯.২.৯ গ্রামীণ খেলাধুলার প্রসার ঘটানো এবং উহার ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ যুবদের নিয়োজিত করা।

৯.২.১০ ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্যে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা।

৯.২.১১ ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার মতো আর্থ-সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করা।

৯.২.১২ শহর-গ্রাম নির্বিশেষে যুবদের জন্যে অবসর (Leisure) যাপন ও বিনোদন উপভোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৯.২.১৩ যুবদের চিত্তবিনোদন ও মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার ঘটানো।

৯.২.১৪ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা।

৯.২.১৫ যাত্রা, পালাগানসহ দেশের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উজ্জীবন ও প্রসার ঘটানো এবং এর প্রতি যুবদের আকৃষ্ট করা।

৯.২.১৬ যুব সংস্কৃতি সংগঠন ও কর্মীকে প্রণোদনা প্রদান করা।

৯.২.১৭ পেশা হিসেবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করা।

১০। সুশাসন

১০.১ সুশাসন

১০.১.১ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ যুব হওয়ায় সুশাসন বিষয়ে তাদের ভাবনা ও মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তা মূল্যায়ন করা।

১০.১.২ ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সূতিকাগার হিসেবে যুবসমাজের মধ্যে জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত করা।

১০.১.৩ যুবদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলিকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা।

১০.১.৪ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র সুশাসনের অপরিহার্যতা বিষয়ে যুবদের সচেতন করে তোলা।

১০.১.৫ জাতীয় জীবনের যে কোনো প্রয়োজনে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে যুবদেরকে ত্যাগের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করা।

১০.১.৬ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০.১.৭ তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে যুবদের অবহিত করা।

১০.১.৮ দুর্নীতি সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিকরণে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

১০.১.৯ দুর্নীতি পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সমাজে সততার দৃষ্টান্তের স্বীকৃতি প্রদান করা।

১০.১.১০ সততায় উদ্বুদ্ধকরণমূলক অনুষ্ঠান ও বক্তব্য মিডিয়ায় প্রচার করা।

১০.১.১১ যুবদের জন্যে দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগ জানানোর সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

১০.২ নাগরিক অংশগ্রহণ

১০.২.১ প্রতিটি যুব পুরুষ ও নারী যে কমিউনিটির বাসিন্দা তার রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা।

১০.২.২ জাতীয় পর্যায়ে গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রাথমিক সোপান হিসেবে নাগরিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

১০.২.৩ যুবদের নাগরিক অংশগ্রহণকে সমাজে পারস্পরিক আস্থা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করার কাজে ব্যবহার করা।

১০.২.৪ ভোটার হওয়া ও ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা।

১০.২.৫ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সুশীল সমাজের সাথে যুবদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা।

১০.২.৬ নাগরিক অংশগ্রহণ যুবদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, দলগত চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে বিধায় সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১০.৩ সামাজিক সংযুক্তি

১০.৩.১ ভার্চুয়াল মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে যুবদের মধ্যে গঠনমূলক সামাজিক অংশগ্রহণ বা সংযুক্তিকে সহজসাধ্য করা।

১০.৩.২ স্বাধীন চিন্তা ও মতকে আশ্রয় করে সামাজিক অংশগ্রহণ সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সমাজে গণতান্ত্রিক ও পরমতসহিষ্ণু বাতাবরণ জোরদার করা।

১০.৩.৩ সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন এবং ব্যাপকতর সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের সামাজিক অংশগ্রহণকে কাজে লাগানো।

১০.৩.৪ সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল-কুফল ও এডিকটিভ ইফেক্ট সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা।

১০.৪ সামাজিক নিরাপত্তা

১০.৪.১ শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ব্যবধান নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০.৪.২ যুবদের সকল প্রকার সামাজিক ব্যাধি (যেমন, মাদকাসক্তি, মানবপাচার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদি) থেকে নিরাপদ ও বিরত রাখা।

১০.৪.৩ অনগ্রসর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা।

১০.৪.৪ গৃহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল বা অন্য যেকোনো পরিবেশে লিঙ্গভেদে এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সংবেদনশীল আচরণ করতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা ।

১০.৪.৫ চলাচলসহ সমাজের সর্বত্র যুবনারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

১০.৪.৬ সব ধরণের গণপরিবহনে যুবনারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের জন্যে আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা ।

১০.৪.৭ শিশু ও প্রবীণদের জন্যে নিঃশঙ্ক ও আস্থাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে যুবদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদেরকে দায়িত্বশীল করে তোলা।

১০.৪.৮ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল কর্তৃক হীন স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জবরদস্তি, হিংস্রতা, প্রতারণা বা অন্য কোনো অমানবিক আচরণ থেকে যুবদের নিরাপত্তা বিধান করা।

১০.৫ মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসার

১০.৫.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য মানবাধিকার সম্পর্কে যুবদের সচেতন করে তোলা

১০.৫.২ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের বিষয়ে যুবদের সচেতন করে তোলা

১০.৫.৩ সমাজের যে কোন স্তরে বা যেকোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুবদের সংবেদনশীলতা বাড়ানো ও তাদের সোচ্চার ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা

১০.৫. ৪ সমাজের সর্বস্তরে মানবাধিকার সুরক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিষয়ে যুবদের সম্পৃক্ত করে নিয়মিত সংলাপ ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা

১০.৫.৫ মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের সাথে সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে যুবদের দায়িত্বশীল করে তোলা।

১১. টেকসই উন্নয়ন

১১.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

১১.১.১ জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) অর্জনে পালনীয় ভূমিকা সম্পর্কে যুবসমাজকে সচেতন করা।

১১.১.২ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে যুবদের সম্পৃক্তকরণে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১.১.৩ যুবদের জীবনের মানোন্নয়নকে জাতিসঙ্ঘ সূচিত নতুন এজেন্ডা (২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়নের আবশ্যক অঙ্গ (Essential component) হিসেবে বিবেচনা করা।

১১.২ পরিবেশ সম্পর্কিত শিক্ষা ও সচেতনতা

১১.২.১ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু-কিশোর থাকা অবস্থায় তাদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং এতদ্বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

১১.২.২ পরিবেশ সংরক্ষণমূলক স্বেচ্ছাশ্রমে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১১.২.৩ যুবদের মধ্যে পরিবেশবাদী সংগঠন তথা Youth Watchdog on Environment প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১১.২.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রকোপ সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তা মোকাবেলায় যথাযথ প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে যুবদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

১১.২.৫ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় যুবনারী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অন্যান্য অনগ্রসর যুবদের বিবেচনায় রেখে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১১.৩: পরিবেশবান্ধব কৃষি ও শিল্পায়ন

১১.৩.১ কৃষির উন্নতির জন্য যুবদের আত্মনিয়োগে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা ও প্রণোদনা দেওয়া।

১১.৩.২ কৃষি শিক্ষা বিষয়ক বিনিয়োগ ও গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১১.৩.৩ অক্ষতিকর এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন বলে পরীক্ষিত HYV এবং Genetically Modified ফসল উৎপাদনে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৩.৪ দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ভাবনী ব্যবহারের প্রতি যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৩.৫. খনিজ সম্পদসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ও সাশ্রয়ী ব্যবহারে সমাজকে সচেতন করে তোলার কাজে যুবদের নিয়োজিত করা।

১১.৩.৬. পরিবেশবান্ধব জীবনপ্রণালী সম্পর্কে যুবদের অবহিত করা এবং এতদ্বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার কাজে যুবদের নিয়োজিত করা ও উৎসাহিত করা।

১১.৩.৭. নদী-খাল-খেলার মাঠ দখল বা ভরাট পূর্বক অথবা অন্য কোনো উপায়ে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কোনোরূপ শিল্প বা কলকারখানা স্থাপন রোধকল্পে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবসমাজকে নিয়োজিত করা।

১১.৩.৮ Green Technology ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

১১.৩.৯ Green Technology-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে যুবদেরকে প্রণোদনাসহ উদ্বুদ্ধ করা।

১১.৪: নিরাপদ খাদ্য ও পণ্য বিপণন

১১.৪.১ উৎপাদনস্থল থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ও জীবন-ক্ষতিকারক উপাদান থেকে খাদ্য ও পণ্যের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান কল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণে যুবদের সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করা।

১১.৪.২ নিরাপদ পণ্য বিপণনে যুবদের আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহ ও প্রণোদনা দান করা।

১২. সুষম উন্নয়ন

১২.১ বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য চিহ্নিত যুবদের উন্নয়ন

১২.১.১ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল যুবকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে সুষম সুযোগ প্রদান করা।

১২.১.২ সুষ্ঠু সম্পদ বণ্টন ও বিশেষ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে অনগ্রসর ও প্রতিবন্ধকতার শিকার যুবদের আত্মোন্নয়নের পথ সুগম করা।

১২.১.৩ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ প্রদান ।

১৩। সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ

১৩.১ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধ:

১৩.১.১ পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আর্থিক অসততা বর্জন করে চলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

১৩.১.২ দুর্নীতি নামক দুষ্টচক্র থেকে যুবসমাজকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে যুবদের এমন কোনো কাজে উৎসাহিত না করা যা তাদেরকে কোনো অবৈধ বৈষয়িক প্রাপ্তি বা আয়ের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

১৩.১.৩ অন্যের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে নিজের জন্যে কোনো অর্জন নয় - এমন নীতিতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

১৩.১.৪ রাষ্ট্রের সর্বত্র এমত পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে যুবরা সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে ঘৃণা করতে শেখে।

১৩.১.৫ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে উদাহরণ সৃষ্টিতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.১.৬ অপরের জীবন ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.১.৭ সমাজে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের নিয়োজিত করা।

১৩.১.৮ সমাজে এমত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা যাতে যুবরা অনুপার্জিত আয়ের প্রতি আগ্রহ পোষণ না করে।

১৩.১.৯ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিরোধকল্পে Whistle-blower হিসেবে ভূমিকা পালনে যুবদের উৎসাহিত করা।

১৩.১.১০ উগ্র ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কুফল সম্পর্কে যুবদের সচেতন করা এবং উগ্রবাদী যে কোনো ধরনের আচরণ ও কর্মকাণ্ড থেকে সকল যুব ও যুবনারীকে বিরত রাখা।

১৩.২ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:

১৩.২.১ ধর্মীয় বিশ্বাস যার যার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের - এরূপ বিশ্বাস যুবদের মধ্যে প্রবিষ্ট করা।

১৩.২.২ জাতীয় প্রচার/সম্প্রচার মাধ্যমে যুবদের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ধর্ম, মত ও বিশ্বাসের বস্তুনিষ্ঠ ও সাবলীল প্রচার ও মতবিনিময়।

১৩.২.৩ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ়ীকরণে আন্তঃসম্প্রদায় মিথস্ক্রিয়ায় যুবদের উৎসাহিত করা।

১৩.২.৪ অন্যের বিশ্বাস, পথ ও মতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করতে যুবদের শিক্ষা দেওয়া।

১৩.৩ মাদকাসক্তি রোধ ও নিরাময়

১৩.৩.১ মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ কঠোরভাবে রোধ করা।

১৩.৩.২ ভেষজগুণসম্পন্ন মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি করা।

১৩.৩.৩ মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কাউন্সেলিংসহ সার্বিক চিকিৎসাসুবিধা দেশব্যাপী বিস্তৃত করা এবং নিরাময় পরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

১৩.৩.৪ যুবদের দ্বারা পরিচালিত মাদকসেবন ও মাদকপাচার/ব্যবসাবিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৩.৩.৫ ধূমপানের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে যুবদের সম্পৃক্ত করা।

১৩.৩.৬ Peer Education – এর মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদকসেবন, মাদকব্যবসা ও ধূমপানমুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩.৪ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৩.৪.১ দেশের ঐতিহ্যগত পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের লালন ও পোষণে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৪.২ অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে নিজস্ব পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন না হওয়ার প্রতি যুবদের সচেতন করা।

১৩.৪.৩ অভিবাসী যুবদের মধ্যে দেশীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির চর্চাকে উৎসাহিত করা।

১৩.৫ দেশপ্রেম ও নৈতিকতা:

১৩.৫.১ জাতীয় জীবনের ক্রান্তিকালে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস যুবপ্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা।

১৩.৫.২ স্বীয় স্বার্থ অপেক্ষা দেশের তথা বৃহত্তর সমাজের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দিতে যুবদের অনুপ্রাণিত করা।

১৩.৫.৩ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতাকে সর্বোপরি স্থান দিতে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৫.৪ জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা বৈষয়িক মানদণ্ডে বিচার না করে নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে পরিমাপ করার প্রতি যুবদের অনুপ্রাণিত করা।

১৩.৬ সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাব

১৩.৬.১ সহিষ্ণুতা ও ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হয়ে যুবদের বেড়ে ওঠার অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১৩.৬.২ যুবদের এই শিক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে যে, ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্তিত্বকে

সুন্দর করে।

১৩.৬.৩ যুবদের এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করা যে, তাদের প্রত্যেকের জীবনই অমূল্য, এবং আপন সত্তা ও অপরাপর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায়-অন্যায় বোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল তার অমূল্য জীবনকে সার্থক করে তোলা সম্ভব।

১৩.৬.৪ সুস্থ সমাজ নির্মাণে যুবদেরকে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা।

১৩.৬.৫ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার কাজে যুবদের সাহস, উদ্যম ও পরার্থপরতাবোধকে কাজে লাগানো।

১৩.৬.৬ কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে যুবদের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার ব্যবস্থা করা।

১৩.৬.৭ স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার জন্য যুবদের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িকতার মত গুণাবলি জাগ্রত করা।

১৩.৭ আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সম্পর্কে সচেতনতা

১৩.৭.১ আন্তর্জাতিক মানবিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত আইন (International Humanitarian Law) সম্পর্কে যুবদের মধ্যে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

১৩.৭.২ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মত আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ে যুবদের সচেতনতা বাড়ানো এবং এ সব অপরাধবিরোধী মনোভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করা।

১৩.৭.৩ পারমাণবিক অস্ত্রসহ ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের (Weapons of Mass Destruction) ভয়াবহ অভিঘাত সম্পর্কে যুবদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৮. যুবসংগঠন ও যুবকর্ম

১৩.৮.১ যুবসংগঠনকে যুবদের ক্ষমতায়নের অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচনা করা।

১৩.৮.২যুবদের কর্মোদ্যম ও পরোপকারী মনকে গঠনমূলকভাবে চালিত করার জন্যে তাদেরকে যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগানো।

১৩.৮.৩ যুবকর্মকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দান করা এবং যুবকর্ম বিষয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা।

১৩.৮.৪ যুবদেরকে স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

১৩.৮.৫ যুবকর্ম সম্পাদনে যুব/ যুবসংগঠনকে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৩.৮.৬ সরকারি-বেসরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে যুবকর্মের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা।

১৪. বিশ্বায়ন

১৪.১ যুববিনিময়

১৪.১.১ বিভিন্ন দেশের সাথে যুব বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

১৪.১.২ যুব বিনিময় কর্মসূচির জন্যে বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রণোদনা দেওয়া।

১৪.১.৩ বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ার মতো করে যুব বিনিময় কর্মসূচির পরিকল্পনা করা।

১৪.২ বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সংযুক্তি:

১৪.২.১ আন্তঃদেশীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের যোগাযোগের মাধ্যমে যুবদের মধ্যে বৈশ্বিক চেতনা সৃষ্টি করা।

১৪.২.২ বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/যুবদের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী যুবদের সংযুক্তির মাধ্যমে এদেশের যুবদের অন্যদেশে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সৌহার্দ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে তাদের সম্পৃক্ত করা।

১৪.৩ তথ্য ও প্রচারণা

১৪.৩.১ বিভিন্ন দেশের যুবদের মধ্যে মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৪.৩.২ মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে যুবদের চিন্তা-চেতনা এবং তাদের কর্ম ও অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরতে তাদেরকে উৎসাহ দেয়া।

১৫. জরিপ ও গবেষণা

১৫.১ যুবশুমারি

১৫.১.১ বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে যুবদের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ তাদের সার্বিক অবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়ার জন্যে যুবশুমারি সম্পন্ন করা।

১৫.১.২ যুববয়সকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার ভিত্তিতে যুবশুমারি পরিচালনা করা।

১৫.২ যুব চাহিদা নিরূপণ

১৫.২.১ যুব উন্নয়ন সূচক প্রণয়ন করা।

১৫.২.১ যুবশুমারির ভিত্তিতে প্রকৃত চাহিদা এবং যুব উন্নয়ন সূচকের আলোকে যুবদের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।

১৫.৩ যুববিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা

১৫.৩.১ যুব সম্পর্কিত প্রকাশনা ও গবেষণাকে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দান করা।

১৫.৩.২ প্রতি ২ বছরে যুব বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

১৫.৪ যুব আর্কাইভ

১৫.৪.১ ডিজিটাল সুবিধাসংবলিত একটি যুব আর্কাইভ স্থাপন করা।

১৬. কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

১৬. ১ জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।

১৬. ২ জাতীয় যুব নীতি ও যুব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করার মূল দায়িত্বে থাকবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে যুবনীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।এর সদস্য থাকবেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং যুব প্রতিনিধিবৃন্দ।স্টিয়ারিং কমিটি বছরে অন্যূন দুটো সভায় মিলিত হবে॥

১৬.৩ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ।

১৬.৪ ফোকাল পয়েন্ট:

ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নিয়োজিত যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা মনোনীত হবেন। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নীতির আলোকে কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।যুবনীতির আলোকে যুব কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার মাসিক সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফোকাল পয়েন্ট করণীয় বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭। জাতীয় যুব নীতি পর্যালোচনা

১৭.১ জাতীয় যুব নীতি ২০১৬ প্রতি পাঁচ বছরে পর্যালোচনা করা হবে।